bs- GmBwm/Gb‡dvm©‡g›U/726/2008/688 ‡iwR÷vW© GwW

ZwiLt ‡m‡Þ¤^i 14, 2010 Bs

জনাব আনোয়ার হোসেন , চেয়ারম্যান/পরিচালক
জনাব মনোয়ার হোসেন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক
জনাব হোসেন মেহমুদ, পরিচালক
জনাব হোসেন খালেদ, পরিচালক
জনাবা বিবি আমেনা, পরিচালক
জনাবা হাসিনা বেগম, পরিচালক
জনাবা শাহীনা বেগম, পরিচালক
জনাবা লাইলা রশিদ, পরিচালক
জনাবা কুরাতুল আইন অলী, পরিচালক
জনাব তারেক হোসেন, পরিচালক
আনোয়ার গ্যালভানাইজিং লিমিটেড
বাইতুল হোসেন বিল্ডিং(১৫ তলা)
২৭, দিলকুশা বা/এ
ঢাকা-১০০০
বিষয়: আদেশ

মহোদয়,

কমিশনের সেপ্টেম্বর ১৪, ২০১০ ইং তারিখের আদেশ নং এসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৭২৬/২০০৮/৬৭৮ হতে এসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৭২৬/২০০৮/৬৮৭ এর সত্যায়িত অনুলিপি আপনার অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য এতদ্‌সংগে সংযুক্ত করা হলো।

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশক্রমে-

(মোহাম্মদ আবুল হাসান)
উপ পরিচালক (এনফোর্সমেন্ট)

বিতরনঃ

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম ষ্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড

অবগতির জন্য অনুলিপিঃ

১. নির্বাহী পরিচালক (এসআরএমআইসি), এসইসি
২. পরিচালক (আর এন্ড ডি), এসইসি
৩. পরিচালক (এমআইএস), এসইসি
৪. পরিচালক (সিএফডি), এসইসি
৫. পরিচালক (আইন), এসইসি
৬. পাবলিক রেফারেন্স রুম, এসইসি
৭. চেয়ারম্যান মহোদয়ের দপ্তর, এসইসি

bs- GmBwm/Gb‡dvm‡g›U/726/2008/ Bs

ZwiLt ‡m‡Þ¤i 14, 2010

<u>আদেশ</u>

যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর section 2(g) মোতাবেক আনোয়ার গ্যালভানাইজিং লিমিটেড (Anwar Galvanizing Ltd.) ‘issuer’ হিসাবে অভিহিত (অতঃপর ‘ইস্যুয়ার’ বলে উল্লিখিত);

যেহেতু, Securities and Exchange Rules, 1987 এর rule 12(2) এ উল্লেখ রয়েছে যে, “The financial statements of an issuer of a listed security shall be prepared in accordance with the requirements laid down in the Schedule and the International Accounting Standards as adopted by the Institute of Chartered Accountants of Bangladesh.”;

যেহেতু, Securities and Exchange Rules, 1987 এর rule 12 অনুযায়ী ইস্যুয়ার জুন ৩০, ২০০৯ ইং তারিখে সমাপ্ত বৎসরের জন্য প্রস্তুতকৃত আর্থিক বিবরণী ইস্যু করেছে যা M/S Rahman Mustafiz Haq & Co. (বিধিবদ্ধ নিরীক্ষক), কর্তৃক নিরীক্ষীত হয়েছে এবং উক্ত নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান, নিরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন পূর্বক এতদ্‌সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা প্রতিবেদন ইস্যু করেছে;

যেহেতু, আলোচ্য নিরীক্ষা প্রতিবেদনে, অন্যান্যের মধ্যে, কমিশনের observations নিম্নোরূপঃ

“On examination of audited financial statements of the issuer for the year ended on June 30, 2009 the Commission observed, among others, the following on the said financial statements:

i) In the Balance Sheet of the said financial statements, NAV has been shown Tk.118.60 per share. But as per our observation the NAV is Tk.75.34 per share, which arises as under:

Share Capital	Tk.132,000,000
Tax Holiday Reserve	34,057,703
Retained Earnings	(9,505,965)
	156,551,738
Less: Deferred Expenses	57,103,194
Total NAV	99,448,544
Total No. of shares	1,320,000
NAV per share	Tk.75.34

ii) In the Balance Sheet, Deferred Expenses have shown Tk.45,886,219 and Tk.57,103,194 for the years ended on June 30, 2008 and 2009 respectively, but there is no explanation/notes regarding the creation and increase of said expenses for the year ended on June 30, 2008 and 2009 respectively.

iii) The Statement of Changes in Equity for the year ended on June 30, 2009 has not been prepared on the basis of the Statement of Changes in Equity for the year ended on June 30, 2008; because the balance of negative Retained Earning for the year ended on June 30, 2008 has not been considered in preparing the Statement of Changes in Equity for the year ended on June 30, 2009. As a result the balance shown in the Statement of Changes in Equity for the year ended on June 30, 2009 and the figure reported as shareholders equity in the Balance Sheet has been overstated.

iv) It has been mentioned in the note No.2.3 of the said financial statements that no depreciation has been charged during the year due to suspended of its production activities since 2006. But as per the requirement of Bangladesh Accounting Standards the issuer should have to charge the required depreciation.”

বর্ণিত অবস্থায় প্রতীয়মাণ হয় যে, ইস্যুয়ারের জুন ৩০, ২০০৯ সমাপ্ত বৎসরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরনীতে আর্থিক অবস্থার সঠিক ও সত্য তথ্য প্রতিফলিত হয়নি, যা কমিশনের নিকট ভুল তথ্য প্রদান করা হয়েছে বলে গণ্য হয়েছে ।

চলমান...........পাতা- ২

যেহেতু, উপরোক্ত বিষয়সমূহের উপর ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত পত্র নং SEC/CFD/3:19/99/571 তারিখ নভেম্বর ০৪, ২০০৯ ইং এর জবাবে ইস্যুয়ার কর্তৃক প্রদত্ত পত্র নং নাই তারিখ নভেম্বর ১২, ২০০৯ ইং ইং এর মাধ্যমে যে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় তা কমিশনের নিকট গ্রহনযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি;

যেহেতু, উপরোক্ত বিষয়সমূহের ফলশ্রুতিতে দেখা যায় যে, ইস্যুয়ার জুন ৩০, ২০০৯ ইং তারিখে সমাপ্ত বৎসরের আর্থিক বিবরণী IAS অনুযায়ী প্রস্তুত করতে ব্যর্থ হয়েছে বিধায় উক্ত আর্থিক বিবরণীতে ইস্যুয়ারের বাস্তব অবস্থা সঠিক ও স্বচ্ছ ভাবে প্রতিফলিত হয়নি তথা উক্তরূপ কর্মকান্ডের মাধ্যমে ইস্যুয়ার আলোচ্য Rules এর সংশ্লিষ্ট বিধান লংঘন করেছে, যা আলোচ্য Ordinance এর section 18 এর সুস্পষ্ট লংঘন;

যেহেতু, ইস্যুয়ারের উপরোক্ত ব্যর্থতার জন্য কমিশন কর্তৃক পত্র সূত্র নং- SEC/Enforcement/726/2008/511 তারিখ জুন ০৮, ২০১০ ইং এর মাধ্যমে ইস্যুয়ার ও উহার পরিচালকগণকে Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর section 22 এর অধীন কারণ দর্শানো ও শুনানীর নোটিশ জারি করা হয় এবং জুন ২৪, ২০১০ ইং তারিখে উক্ত শুনানী অনুষ্ঠিত হয়;

যেহেতু, উক্ত শুনানীতে দাখিলকৃত ইস্যুয়ারের পত্র নং নাই তারিখ জুন ২৪, ২০১০ ইং এর মাধ্যমে উল্লিখিত ব্যর্থতা তথা বিধান লংঘন সংক্রান্ত যে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় তাতে ইস্যুয়ারের উক্ত লংঘন ইচ্ছাকৃত বলে প্রতীয়মান হয় তথা ইস্যুয়ারের উক্ত ব্যাখ্যা সন্তোষজনক না হওয়ায় কমিশনের নিকট গ্রহনযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি;

যেহেতু, আলোচ্য ইস্যুয়ার একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী এবং উহার পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যগণ কোম্পানীর প্রতিনিধিত্বকারী যারা সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ও উহার অধীন জারীকৃত বিধি-বিধান পরিপালনের জন্য দায়ী;

যেহেতু, সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ও উহার বিধি-বিধান পরিপালনে উক্ত ইস্যুয়ার এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ সকল পরিচালকের উক্তরূপ ব্যর্থতা Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর section 22 এর অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ; এবং

যেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ও উহার বিধি-বিধান পরিপালনে উল্লিখিত ব্যর্থতার জন্য, পুঁজিবাজারের শৃংখলা, স্বচ্ছতা এবং জনস্বার্থে উক্ত ইস্যুয়ারের ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ সকল পরিচালককে জরিমানা করা প্রয়োজন ও সমীচীন;

অতএব, সেহেতু, কমিশন, উল্লিখিত যাবতীয় বিষয় বিবেচনাপূর্বক, Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর section 22 [যা The Securities and Exchange (Amendment) Act, 2000 দ্বারা সংশোধিত] তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলেঃ-

(১) আনোয়ার গ্যালভানাইজিং লিমিটেড এর পরিচালক জনাব আনোয়ার হোসেন এর উপর ০১ (এক) লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য্য করল যা অত্র আদেশের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে 'সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন' এর অনুকূলে ইস্যুকৃত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে কমিশনে জমা করতে হবে; এবং

(২) এ আদেশ জারীর তারিখ হতে উপরে উল্লিখিত সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ও উহার বিধি-বিধান লংঘন যতদিন চলবে তার প্রতি দিনের জন্য উক্ত ইস্যুয়ারের পরিচালক জনাব আনোয়ার হোসেন এর উপর দশ হাজার (১০,০০০/-) টাকা অতিরিক্ত জরিমানাও ধার্য্য করল যা উপরে (১) এ উল্লিখিত পদ্ধতিতে কমিশনে জমা করতে হবে।

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশক্রমে-

মোঃ জিয়াউল হক খোন্দকার
চেয়ারম্যান

বিতরনঃ

জনাব আনোয়ার হোসেন , পরিচালক , আনোয়ার গ্যালভানাইজিং লিমিটেড

যেহেতু, উপরোক্ত বিষয়সমূহের উপর ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত পত্র নং SEC/CFD/3:19/99/571 তারিখ নভেম্বর ০৪, ২০০৯ ইং এর জবাবে ইস্যুয়ার কর্তৃক প্রদত্ত পত্র নং নাই তারিখ নভেম্বর ১২, ২০০৯ ইং ইং এর মাধ্যমে যে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় তা কমিশনের নিকট গ্রহনযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি;

যেহেতু, উপরোক্ত বিষয়সমূহের ফলশ্রুতিতে দেখা যায় যে, ইস্যুয়ার জুন ৩০, ২০০৯ ইং তারিখে সমাপ্ত বৎসরের আর্থিক বিবরণী IAS অনুযায়ী প্রস্তুত করতে ব্যর্থ হয়েছে বিধায় উক্ত আর্থিক বিবরণীতে ইস্যুয়ারের বাস্তব অবস্থা সঠিক ও স্বচ্ছ ভাবে প্রতিফলিত হয়নি তথা উক্তরূপ কর্মকান্ডের মাধ্যমে ইস্যুয়ার আলোচ্য Rules এর সংশ্লিষ্ট বিধান লংঘন করেছে, যা আলোচ্য Ordinance এর section 18 এর সুস্পষ্ট লংঘন;

যেহেতু, ইস্যুয়ারের উপরোক্ত ব্যর্থতার জন্য কমিশন কর্তৃক পত্র সূত্র নং- SEC/Enforcement/726/2008/511 তারিখ জুন ০৮, ২০১০ ইং এর মাধ্যমে ইস্যুয়ার ও উহার পরিচালকগণকে Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর section 22 এর অধীন কারণ দর্শানো ও শুনানীর নোটিশ জারি করা হয় এবং জুন ২৪, ২০১০ ইং তারিখে উক্ত শুনানী অনুষ্ঠিত হয়;

যেহেতু, উক্ত শুনানীতে দাখিলকৃত ইস্যুয়ারের পত্র নং নাই তারিখ জুন ২৪, ২০১০ ইং এর মাধ্যমে উল্লিখিত ব্যর্থতা তথা বিধান লংঘন সংক্রান্ত যে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় তাতে ইস্যুয়ারের উক্ত লংঘন ইচ্ছাকৃত বলে প্রতীয়মান হয় তথা ইস্যুয়ারের উক্ত ব্যাখ্যা সন্তোষজনক না হওয়ায় কমিশনের নিকট গ্রহনযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি;

যেহেতু, আলোচ্য ইস্যুয়ার একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী এবং উহার পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যগণ কোম্পানীর প্রতিনিধিত্বকারী যারা সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ও উহার অধীন জারীকৃত বিধি-বিধান পরিপালনের জন্য দায়ী;

যেহেতু, সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ও উহার বিধি-বিধান পরিপালনে উক্ত ইস্যুয়ার এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ সকল পরিচালকের উক্তরূপ ব্যর্থতা Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর section 22 এর অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ; এবং

যেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ও উহার বিধি-বিধান পরিপালনে উল্লিখিত ব্যর্থতার জন্য, পুঁজিবাজারের শৃংখলা, স্বচ্ছতা এবং জনস্বার্থে উক্ত ইস্যুয়ারের ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ সকল পরিচালককে জরিমানা করা প্রয়োজন ও সমীচীন;

অতএব, সেহেতু, কমিশন, উল্লিখিত যাবতীয় বিষয় বিবেচনাপূর্বক, Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর section 22 [যা The Securities and Exchange (Amendment) Act, 2000 দ্বারা সংশোধিত] তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে:-

১. আনোয়ার গ্যালভানাইজিং লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মনোয়ার হোসেন এর উপর ০১ (এক) লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য্য করল যা অত্র আদেশের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে 'সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন' এর অনুকূলে ইস্যুকৃত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে কমিশনে জমা করতে হবে; এবং

২. এ আদেশ জারীর তারিখ হতে উপরে উল্লিখিত সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ও উহার বিধি-বিধান লংঘন যতদিন চলবে তার প্রতি দিনের জন্য উক্ত ইস্যুয়ারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মনোয়ার হোসেন এর উপর দশ হাজার (১০,০০০/-) টাকা অতিরিক্ত জরিমানাও ধার্য্য করল যা উপরে (১) এ উল্লিখিত পদ্ধতিতে কমিশনে জমা করতে হবে।

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশক্রমে-

মোঃ জিয়াউল হক খোন্দকার
চেয়ারম্যান

বিতরনঃ

জনাব মনোয়ার হোসেন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক , আনোয়ার গ্যালভানাইজিং লিমিটেড

যেহেতু, উপরোক্ত বিষয়সমূহের উপর ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত পত্র নং SEC/CFD/3:19/99/571 তারিখ নভেম্বর ০৪, ২০০৯ ইং এর জবাবে ইস্যুয়ার কর্তৃক প্রদত্ত পত্র নং নাই তারিখ নভেম্বর ১২, ২০০৯ ইং ইং এর মাধ্যমে যে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় তা কমিশনের নিকট গ্রহনযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি;

যেহেতু, উপরোক্ত বিষয়সমূহের ফলশ্রুতিতে দেখা যায় যে, ইস্যুয়ার জুন ৩০, ২০০৯ ইং তারিখে সমাপ্ত বৎসরের আর্থিক বিবরণী IAS অনুযায়ী প্রস্তুত করতে ব্যর্থ হয়েছে বিধায় উক্ত আর্থিক বিবরণীতে ইস্যুয়ারের বাস্তব অবস্থা সঠিক ও স্বচ্ছ ভাবে প্রতিফলিত হয়নি তথা উক্তরূপ কর্মকান্ডের মাধ্যমে ইস্যুয়ার আলোচ্য Rules এর সংশ্লিষ্ট বিধান লংঘন করেছে, যা আলোচ্য Ordinance এর section 18 এর সুস্পষ্ট লংঘন;

যেহেতু, ইস্যুয়ারের উপরোক্ত ব্যর্থতার জন্য কমিশন কর্তৃক পত্র সূত্র নং- SEC/Enforcement/726/2008/511 তারিখ জুন ০৮, ২০১০ ইং এর মাধ্যমে ইস্যুয়ার ও উহার পরিচালকগণকে Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর section 22 এর অধীন কারণ দর্শানো ও শুনানীর নোটিশ জারি করা হয় এবং জুন ২৪, ২০১০ ইং তারিখে উক্ত শুনানী অনুষ্ঠিত হয়;

যেহেতু, উক্ত শুনানীতে দাখিলকৃত ইস্যুয়ারের পত্র নং নাই তারিখ জুন ২৪, ২০১০ ইং এর মাধ্যমে উল্লিখিত ব্যর্থতা তথা বিধান লংঘন সংক্রান্ত যে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় তাতে ইস্যুয়ারের উক্ত লংঘন ইচ্ছাকৃত বলে প্রতীয়মান হয় তথা ইস্যুয়ারের উক্ত ব্যাখ্যা সন্তোষজনক না হওয়ায় কমিশনের নিকট গ্রহনযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি;

যেহেতু, আলোচ্য ইস্যুয়ার একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী এবং উহার পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যগণ কোম্পানীর প্রতিনিধিত্বকারী যারা সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ও উহার অধীন জারীকৃত বিধি-বিধান পরিপালনের জন্য দায়ী;

যেহেতু, সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ও উহার বিধি-বিধান পরিপালনে উক্ত ইস্যুয়ার এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ সকল পরিচালকের উক্তরূপ ব্যর্থতা Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর section 22 এর অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ; এবং

যেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ও উহার বিধি-বিধান পরিপালনে উল্লিখিত ব্যর্থতার জন্য, পুঁজিবাজারের শৃংখলা, স্বচ্ছতা এবং জনস্বার্থে উক্ত ইস্যুয়ারের ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ সকল পরিচালককে জরিমানা করা প্রয়োজন ও সমীচীন;

অতএব, সেহেতু, কমিশন, উল্লিখিত যাবতীয় বিষয় বিবেচনাপূর্বক, Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর section 22 [যা The Securities and Exchange (Amendment) Act, 2000 দ্বারা সংশোধিত] তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলেঃ-

১. আনোয়ার গ্যালভানাইজিং লিমিটেড এর পরিচালক জনাব হোসেন মেহমুদ এর উপর ০১ (এক) লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য্য করল যা অত্র আদেশের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে 'সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন' এর অনুকূলে ইস্যুকৃত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে কমিশনে জমা করতে হবে; এবং

২. এ আদেশ জারীর তারিখ হতে উপরে উল্লিখিত সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ও উহার বিধি-বিধান লংঘন যতদিন চলবে তার প্রতি দিনের জন্য উক্ত ইস্যুয়ারের পরিচালক জনাব হোসেন মেহমুদ এর উপর দশ হাজার (১০,০০০/-) টাকা অতিরিক্ত জরিমানাও ধার্য্য করল যা উপরে (১) এ উল্লিখিত পদ্ধতিতে কমিশনে জমা করতে হবে।

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশক্রমে-

মোঃ জিয়াউল হক খোন্দকার
চেয়ারম্যান

weZibt

Rbve †nv‡mb †gng`, cwiPvjK , Av‡bvqvi M¨vj fvbvBwRs wjwg‡UW

যেহেতু, উপরোক্ত বিষয়সমূহের উপর ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত পত্র নং SEC/CFD/3:19/99/571 তারিখ নভেম্বর ০৪, ২০০৯ ইং এর জবাবে ইস্যুয়ার কর্তৃক প্রদত্ত পত্র নং নাই তারিখ নভেম্বর ১২, ২০০৯ ইং ইং এর মাধ্যমে যে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় তা কমিশনের নিকট গ্রহনযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি;

যেহেতু, উপরোক্ত বিষয়সমূহের ফলশ্রুতিতে দেখা যায় যে, ইস্যুয়ার জুন ৩০, ২০০৯ ইং তারিখে সমাপ্ত বৎসরের আর্থিক বিবরণী IAS অনুযায়ী প্রস্তুত করতে ব্যর্থ হয়েছে বিধায় উক্ত আর্থিক বিবরণীতে ইস্যুয়ারের বাস্তব অবস্থা সঠিক ও স্বচ্ছ ভাবে প্রতিফলিত হয়নি তথা উক্তরূপ কর্মকান্ডের মাধ্যমে ইস্যুয়ার আলোচ্য Rules এর সংশ্লিষ্ট বিধান লংঘন করেছে, যা আলোচ্য Ordinance এর section 18 এর সুস্পষ্ট লংঘন;

যেহেতু, ইস্যুয়ারের উপরোক্ত ব্যর্থতার জন্য কমিশন কর্তৃক পত্র সূত্র নং- SEC/Enforcement/726/2008/511 তারিখ জুন ০৮, ২০১০ ইং এর মাধ্যমে ইস্যুয়ার ও উহার পরিচালকগণকে Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর section 22 এর অধীন কারণ দর্শানো ও শুনানীর নোটিশ জারি করা হয় এবং জুন ২৪, ২০১০ ইং তারিখে উক্ত শুনানী অনুষ্ঠিত হয়;

যেহেতু, উক্ত শুনানীতে দাখিলকৃত ইস্যুয়ারের পত্র নং নাই তারিখ জুন ২৪, ২০১০ ইং এর মাধ্যমে উল্লিখিত ব্যর্থতা তথা বিধান লংঘন সংক্রান্ত যে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় তাতে ইস্যুয়ারের উক্ত লংঘন ইচ্ছাকৃত বলে প্রতীয়মান হয় তথা ইস্যুয়ারের উক্ত ব্যাখ্যা সন্তোষজনক না হওয়ায় কমিশনের নিকট গ্রহনযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি;

যেহেতু, আলোচ্য ইস্যুয়ার একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী এবং উহার পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যগণ কোম্পানীর প্রতিনিধিত্বকারী যারা সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ও উহার অধীন জারীকৃত বিধি-বিধান পরিপালনের জন্য দায়ী;

যেহেতু, সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ও উহার বিধি-বিধান পরিপালনে উক্ত ইস্যুয়ার এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ সকল পরিচালকের উক্তরূপ ব্যর্থতা Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর section 22 এর অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ; এবং

‡h‡nZ, Kwgk‡bi we‡ePbvq, wmwKDwiwUR msµvš AvBb I Dnvi wewa-weavb cwicvj‡b DwjwLZ e¨_Zvi Rb¨, cwRevRv‡ii ksLjv, ¯”QZv Ges Rb¯v‡_ D³ Bm¨qv‡ii e¨e¯vcbv cwiPvjKmn mKj cwiPvjK‡K Rwigvbv Kiv c‡qvRb I mgxPxb;

অতএব, সেহেতু, কমিশন, উল্লিখিত যাবতীয় বিষয় বিবেচনাপূর্বক, Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর section 22 [যা The Securities and Exchange (Amendment) Act, 2000 দ্বারা সংশোধিত] তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলেঃ-

১. আনোয়ার গ্যালভানাইজিং লিমিটেড এর পরিচালক জনাব হোসেন খালেদ এর উপর ০১ (এক) লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য্য করল যা অত্র আদেশের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে 'সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন' এর অনুকূলে ইস্যুকৃত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে কমিশনে জমা করতে হবে; এবং

২. এ আদেশ জারীর তারিখ হতে উপরে উল্লিখিত সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ও উহার বিধি-বিধান লংঘন যতদিন চলবে তার প্রতি দিনের জন্য উক্ত ইস্যুয়ারের পরিচালক জনাব হোসেন খালেদ এর উপর দশ হাজার (১০,০০০/-) টাকা অতিরিক্ত জরিমানাও ধার্য্য করল যা উপরে (১) এ উল্লিখিত পদ্ধতিতে কমিশনে জমা করতে হবে।

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশক্রমে-

মোঃ জিয়াউল হক খোন্দকার
চেয়ারম্যান

weZibt

Rbve †nv‡mb Lv‡j`, cwiPvjK, Av‡bvqvi M¨vjfvbvBwRs wjwg‡UW

যেহেতু, উপরোক্ত বিষয়সমূহের উপর ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত পত্র নং SEC/CFD/3:19/99/571 তারিখ নভেম্বর ০৪, ২০০৯ ইং এর জবাবে ইস্যুয়ার কর্তৃক প্রদত্ত পত্র নং নাই তারিখ নভেম্বর ১২, ২০০৯ ইং ইং এর মাধ্যমে যে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় তা কমিশনের নিকট গ্রহনযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি;

যেহেতু, উপরোক্ত বিষয়সমূহের ফলশ্রুতিতে দেখা যায় যে, ইস্যুয়ার জুন ৩০, ২০০৯ ইং তারিখে সমাপ্ত বৎসরের আর্থিক বিবরণী IAS অনুযায়ী প্রস্তুত করতে ব্যর্থ হয়েছে বিধায় উক্ত আর্থিক বিবরণীতে ইস্যুয়ারের বাস্তব অবস্থা সঠিক ও স্বচ্ছ ভাবে প্রতিফলিত হয়নি তথা উক্তরূপ কর্মকান্ডের মাধ্যমে ইস্যুয়ার আলোচ্য Rules এর সংশ্লিষ্ট বিধান লংঘন করেছে, যা আলোচ্য Ordinance এর section 18 এর সুস্পষ্ট লংঘন;

যেহেতু, ইস্যুয়ারের উপরোক্ত ব্যর্থতার জন্য কমিশন কর্তৃক পত্র সূত্র নং- SEC/Enforcement/726/2008/511 তারিখ জুন ০৮, ২০১০ ইং এর মাধ্যমে ইস্যুয়ার ও উহার পরিচালকগণকে Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর section 22 এর অধীন কারণ দর্শানো ও শুনানীর নোটিশ জারি করা হয় এবং জুন ২৪, ২০১০ ইং তারিখে উক্ত শুনানী অনুষ্ঠিত হয়;

যেহেতু, উক্ত শুনানীতে দাখিলকৃত ইস্যুয়ারের পত্র নং নাই তারিখ জুন ২৪, ২০১০ ইং এর মাধ্যমে উল্লিখিত ব্যর্থতা তথা বিধান লংঘন সংক্রান্ত যে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় তাতে ইস্যুয়ারের উক্ত লংঘন ইচ্ছাকৃত বলে প্রতীয়মান হয় তথা ইস্যুয়ারের উক্ত ব্যাখ্যা সন্তোষজনক না হওয়ায় কমিশনের নিকট গ্রহনযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি;

যেহেতু, আলোচ্য ইস্যুয়ার একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী এবং উহার পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যগণ কোম্পানীর প্রতিনিধিত্বকারী যারা সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ও উহার অধীন জারীকৃত বিধি-বিধান পরিপালনের জন্য দায়ী;

যেহেতু, সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ও উহার বিধি-বিধান পরিপালনে উক্ত ইস্যুয়ার এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ সকল পরিচালকের উক্তরূপ ব্যর্থতা Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর section 22 এর অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ; এবং

যেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ও উহার বিধি-বিধান পরিপালনে উল্লিখিত ব্যর্থতার জন্য, পুঁজিবাজারের শৃংখলা, স্বচ্ছতা এবং জনস্বার্থে উক্ত ইস্যুয়ারের ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ সকল পরিচালককে জরিমানা করা প্রয়োজন ও সমীচীন;

অতএব, সেহেতু, কমিশন, উল্লিখিত যাবতীয় বিষয় বিবেচনাপূর্বক, Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর section 22 [যা The Securities and Exchange (Amendment) Act, 2000 দ্বারা সংশোধিত] তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে:-

১. আনোয়ার গ্যালভানাইজিং লিমিটেড এর পরিচালক জনাবা বিবি আমেনা এর উপর ০১ (এক) লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য্য করল যা অত্র আদেশের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ‘সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন’ এর অনুকূলে ইস্যুকৃত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে কমিশনে জমা করতে হবে; এবং

২. এ আদেশ জারীর তারিখ হতে উপরে উল্লিখিত সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ও উহার বিধি-বিধান লংঘন যতদিন চলবে তার প্রতি দিনের জন্য উক্ত ইস্যুয়ারের পরিচালক জনাবা বিবি আমেনা এর উপর দশ হাজার (১০,০০০/-) টাকা অতিরিক্ত জরিমানাও ধার্য্য করল যা উপরে (১) এ উল্লিখিত পদ্ধতিতে কমিশনে জমা করতে হবে।

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশক্রমে-

মোঃ জিয়াউল হক খোন্দকার
চেয়ারম্যান

weZibt

Rbvev wewe Av‡gbv, cwiPvjK , Av‡bvqvi M¨vjfvbvBwRs wjwg‡UW

যেহেতু, উপরোক্ত বিষয়সমূহের উপর ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত পত্র নং SEC/CFD/3:19/99/571 তারিখ নভেম্বর ০৪, ২০০৯ ইং এর জবাবে ইস্যুয়ার কর্তৃক প্রদত্ত পত্র নং নাই তারিখ নভেম্বর ১২, ২০০৯ ইং ইং এর মাধ্যমে যে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় তা কমিশনের নিকট গ্রহনযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি;

যেহেতু, উপরোক্ত বিষয়সমূহের ফলশ্রুতিতে দেখা যায় যে, ইস্যুয়ার জুন ৩০, ২০০৯ ইং তারিখে সমাপ্ত বৎসরের আর্থিক বিবরণী IAS অনুযায়ী প্রস্তুত করতে ব্যর্থ হয়েছে বিধায় উক্ত আর্থিক বিবরণীতে ইস্যুয়ারের বাস্তব অবস্থা সঠিক ও স্বচ্ছ ভাবে প্রতিফলিত হয়নি তথা উক্তরূপ কর্মকান্ডের মাধ্যমে ইস্যুয়ার আলোচ্য Rules এর সংশ্লিষ্ট বিধান লংঘন করেছে, যা আলোচ্য Ordinance এর section 18 এর সুস্পষ্ট লংঘন;

যেহেতু, ইস্যুয়ারের উপরোক্ত ব্যর্থতার জন্য কমিশন কর্তৃক পত্র সূত্র নং- SEC/Enforcement/726/2008/511 তারিখ জুন ০৮, ২০১০ ইং এর মাধ্যমে ইস্যুয়ার ও উহার পরিচালকগণকে Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর section 22 এর অধীন কারণ দর্শানো ও শুনানীর নোটিশ জারি করা হয় এবং জুন ২৪, ২০১০ ইং তারিখে উক্ত শুনানী অনুষ্ঠিত হয়;

যেহেতু, উক্ত শুনানীতে দাখিলকৃত ইস্যুয়ারের পত্র নং নাই তারিখ জুন ২৪, ২০১০ ইং এর মাধ্যমে উল্লিখিত ব্যর্থতা তথা বিধান লংঘন সংক্রান্ত যে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় তাতে ইস্যুয়ারের উক্ত লংঘন ইচ্ছাকৃত বলে প্রতীয়মান হয় তথা ইস্যুয়ারের উক্ত ব্যাখ্যা সন্তোষজনক না হওয়ায় কমিশনের নিকট গ্রহনযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি;

যেহেতু, আলোচ্য ইস্যুয়ার একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী এবং উহার পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যগণ কোম্পানীর প্রতিনিধিত্বকারী যারা সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ও উহার অধীন জারীকৃত বিধি-বিধান পরিপালনের জন্য দায়ী;

যেহেতু, সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ও উহার বিধি-বিধান পরিপালনে উক্ত ইস্যুয়ার এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ সকল পরিচালকের উক্তরূপ ব্যর্থতা Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর section 22 এর অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ; এবং

যেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ও উহার বিধি-বিধান পরিপালনে উল্লিখিত ব্যর্থতার জন্য, পুঁজিবাজারের শৃংখলা, স্বচ্ছতা এবং জনস্বার্থে উক্ত ইস্যুয়ারের ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ সকল পরিচালককে জরিমানা করা প্রয়োজন ও সমীচীন;

অতএব, সেহেতু, কমিশন, উল্লিখিত যাবতীয় বিষয় বিবেচনাপূর্বক, Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর section 22 [যা The Securities and Exchange (Amendment) Act, 2000 দ্বারা সংশোধিত] তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলেঃ-

১. আনোয়ার গ্যালভানাইজিং লিমিটেড এর পরিচালক জনাবা হাসিনা বেগম এর উপর ০১ (এক) লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য্য করল যা অত্র আদেশের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে 'সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন' এর অনুকূলে ইস্যুকৃত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে কমিশনে জমা করতে হবে; এবং

২. এ আদেশ জারীর তারিখ হতে উপরে উল্লিখিত সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ও উহার বিধি-বিধান লংঘন যতদিন চলবে তার প্রতি দিনের জন্য উক্ত ইস্যুয়ারের পরিচালক জনাবা হাসিনা বেগম এর উপর দশ হাজার (১০,০০০/-) টাকা অতিরিক্ত জরিমানাও ধার্য্য করল যা উপরে (১) এ উল্লিখিত পদ্ধতিতে কমিশনে জমা করতে হবে।

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশক্রমে-

মোঃ জিয়াউল হক খোন্দকার
চেয়ারম্যান

wеZibt

Rbvev nwmbv †eMg, cwiPvjK , Av‡bvqvi M¨vj fvbvBwRs wjwg‡UW

যেহেতু, উপরোক্ত বিষয়সমূহের উপর ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত পত্র নং SEC/CFD/3:19/99/571 তারিখ নভেম্বর ০৪, ২০০৯ ইং এর জবাবে ইস্যুয়ার কর্তৃক প্রদত্ত পত্র নং নাই তারিখ নভেম্বর ১২, ২০০৯ ইং ইং এর মাধ্যমে যে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় তা কমিশনের নিকট গ্রহনযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি;

যেহেতু, উপরোক্ত বিষয়সমূহের ফলশ্রুতিতে দেখা যায় যে, ইস্যুয়ার জুন ৩০, ২০০৯ ইং তারিখে সমাপ্ত বৎসরের আর্থিক বিবরণী IAS অনুযায়ী প্রস্তুত করতে ব্যর্থ হয়েছে বিধায় উক্ত আর্থিক বিবরণীতে ইস্যুয়ারের বাস্তব অবস্থা সঠিক ও স্বচ্ছ ভাবে প্রতিফলিত হয়নি তথা উক্তরূপ কর্মকান্ডের মাধ্যমে ইস্যুয়ার আলোচ্য Rules এর সংশ্লিষ্ট বিধান লংঘন করেছে, যা আলোচ্য Ordinance এর section 18 এর সুস্পষ্ট লংঘন;

যেহেতু, ইস্যুয়ারের উপরোক্ত ব্যর্থতার জন্য কমিশন কর্তৃক পত্র সূত্র নং- SEC/Enforcement/726/2008/511 তারিখ জুন ০৮, ২০১০ ইং এর মাধ্যমে ইস্যুয়ার ও উহার পরিচালকগণকে Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর section 22 এর অধীন কারণ দর্শানো ও শুনানীর নোটিশ জারি করা হয় এবং জুন ২৪, ২০১০ ইং তারিখে উক্ত শুনানী অনুষ্ঠিত হয়;

যেহেতু, উক্ত শুনানীতে দাখিলকৃত ইস্যুয়ারের পত্র নং নাই তারিখ জুন ২৪, ২০১০ ইং এর মাধ্যমে উল্লিখিত ব্যর্থতা তথা বিধান লংঘন সংক্রান্ত যে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় তাতে ইস্যুয়ারের উক্ত লংঘন ইচ্ছাকৃত বলে প্রতীয়মান হয় তথা ইস্যুয়ারের উক্ত ব্যাখ্যা সন্তোষজনক না হওয়ায় কমিশনের নিকট গ্রহনযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি;

যেহেতু, আলোচ্য ইস্যুয়ার একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী এবং উহার পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যগণ কোম্পানীর প্রতিনিধিত্বকারী যারা সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ও উহার অধীন জারীকৃত বিধি-বিধান পরিপালনের জন্য দায়ী;

যেহেতু, সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ও উহার বিধি-বিধান পরিপালনে উক্ত ইস্যুয়ার এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ সকল পরিচালকের উক্তরূপ ব্যর্থতা Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর section 22 এর অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ; এবং

যেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ও উহার বিধি-বিধান পরিপালনে উল্লিখিত ব্যর্থতার জন্য, পুঁজিবাজারের শৃংখলা, স্বচ্ছতা এবং জনস্বার্থে উক্ত ইস্যুয়ারের ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ সকল পরিচালককে জরিমানা করা প্রয়োজন ও সমীচীন;

অতএব, সেহেতু, কমিশন, উল্লিখিত যাবতীয় বিষয় বিবেচনাপূর্বক, Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর section 22 [যা The Securities and Exchange (Amendment) Act, 2000 দ্বারা সংশোধিত] তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে:-

১. আনোয়ার গ্যালভানাইজিং লিমিটেড এর পরিচালক জনাবা শাহীনা বেগম এর উপর ০১ (এক) লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য্য করল যা অত্র আদেশের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে 'সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন' এর অনুকূলে ইস্যুকৃত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে কমিশনে জমা করতে হবে; এবং

২. এ আদেশ জারীর তারিখ হতে উপরে উল্লিখিত সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ও উহার বিধি-বিধান লংঘন যতদিন চলবে তার প্রতি দিনের জন্য উক্ত ইস্যুয়ারের পরিচালক জনাবা শাহীনা বেগম এর উপর দশ হাজার (১০,০০০/-) টাকা অতিরিক্ত জরিমানাও ধার্য্য করল যা উপরে (১) এ উল্লিখিত পদ্ধতিতে কমিশনে জমা করতে হবে।

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশক্রমে-

মোঃ জিয়াউল হক খোন্দকার
চেয়ারম্যান

weZibt

Rbvev kvnxbv †eMg, cwiPvjK , Av‡bvqvi M¨vj fvbvBwRs wjwg‡UW

যেহেতু, উপরোক্ত বিষয়সমূহের উপর ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত পত্র নং SEC/CFD/3:19/99/571 তারিখ নভেম্বর ০৪, ২০০৯ ইং এর জবাবে ইস্যুয়ার কর্তৃক প্রদত্ত পত্র নং নাই তারিখ নভেম্বর ১২, ২০০৯ ইং ইং এর মাধ্যমে যে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় তা কমিশনের নিকট গ্রহনযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি;

যেহেতু, উপরোক্ত বিষয়সমূহের ফলশ্রুতিতে দেখা যায় যে, ইস্যুয়ার জুন ৩০, ২০০৯ ইং তারিখে সমাপ্ত বৎসরের আর্থিক বিবরণী IAS অনুযায়ী প্রস্তুত করতে ব্যর্থ হয়েছে বিধায় উক্ত আর্থিক বিবরণীতে ইস্যুয়ারের বাস্তব অবস্থা সঠিক ও স্বচ্ছ ভাবে প্রতিফলিত হয়নি তথা উক্তরূপ কর্মকান্ডের মাধ্যমে ইস্যুয়ার আলোচ্য Rules এর সংশ্লিষ্ট বিধান লংঘন করেছে, যা আলোচ্য Ordinance এর section 18 এর সুস্পষ্ট লংঘন;

যেহেতু, ইস্যুয়ারের উপরোক্ত ব্যর্থতার জন্য কমিশন কর্তৃক পত্র সূত্র নং- SEC/Enforcement/726/2008/511 তারিখ জুন ০৮, ২০১০ ইং এর মাধ্যমে ইস্যুয়ার ও উহার পরিচালকগণকে Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর section 22 এর অধীন কারণ দর্শানো ও শুনানীর নোটিশ জারি করা হয় এবং জুন ২৪, ২০১০ ইং তারিখে উক্ত শুনানী অনুষ্ঠিত হয়;

যেহেতু, উক্ত শুনানীতে দাখিলকৃত ইস্যুয়ারের পত্র নং নাই তারিখ জুন ২৪, ২০১০ ইং এর মাধ্যমে উল্লিখিত ব্যর্থতা তথা বিধান লংঘন সংক্রান্ত যে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় তাতে ইস্যুয়ারের উক্ত লংঘন ইচ্ছাকৃত বলে প্রতীয়মান হয় তথা ইস্যুয়ারের উক্ত ব্যাখ্যা সন্তোষজনক না হওয়ায় কমিশনের নিকট গ্রহনযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি;

যেহেতু, আলোচ্য ইস্যুয়ার একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী এবং উহার পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যগণ কোম্পানীর প্রতিনিধিত্বকারী যারা সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ও উহার অধীন জারীকৃত বিধি-বিধান পরিপালনের জন্য দায়ী;

যেহেতু, সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ও উহার বিধি-বিধান পরিপালনে উক্ত ইস্যুয়ার এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ সকল পরিচালকের উক্তরূপ ব্যর্থতা Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর section 22 এর অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ; এবং

যেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ও উহার বিধি-বিধান পরিপালনে উল্লিখিত ব্যর্থতার জন্য, পুঁজিবাজারের শৃংখলা, স্বচ্ছতা এবং জনস্বার্থে উক্ত ইস্যুয়ারের ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ সকল পরিচালককে জরিমানা করা প্রয়োজন ও সমীচীন;

অতএব, সেহেতু, কমিশন, উল্লিখিত যাবতীয় বিষয় বিবেচনাপূর্বক, Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর section 22 [যা The Securities and Exchange (Amendment) Act, 2000 দ্বারা সংশোধিত] তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলেঃ-

১. আনোয়ার গ্যালভানাইজিং লিমিটেড এর পরিচালক জনাবা লাইলা রশিদ এর উপর ০১ (এক) লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য্য করল যা অত্র আদেশের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে 'সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন' এর অনুকূলে ইস্যুকৃত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে কমিশনে জমা করতে হবে; এবং

২. এ আদেশ জারীর তারিখ হতে উপরে উল্লিখিত সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ও উহার বিধি-বিধান লংঘন যতদিন চলবে তার প্রতি দিনের জন্য উক্ত ইস্যুয়ারের পরিচালক জনাবা লাইলা রশিদ এর উপর দশ হাজার (১০,০০০/-) টাকা অতিরিক্ত জরিমানাও ধার্য্য করল যা উপরে (১) এ উল্লিখিত পদ্ধতিতে কমিশনে জমা করতে হবে।

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশক্রমে-

মোঃ জিয়াউল হক খোন্দকার
চেয়ারম্যান

weZibt

Rbvev jvBjv iwk`, cwiPvjK , Av‡bvqvi M¨vj fvbvBwRs wjwg‡UW

যেহেতু, উপরোক্ত বিষয়সমূহের উপর ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত পত্র নং SEC/CFD/3:19/99/571 তারিখ নভেম্বর ০৪, ২০০৯ ইং এর জবাবে ইস্যুয়ার কর্তৃক প্রদত্ত পত্র নং নাই তারিখ নভেম্বর ১২, ২০০৯ ইং ইং এর মাধ্যমে যে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় তা কমিশনের নিকট গ্রহনযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি;

যেহেতু, উপরোক্ত বিষয়সমূহের ফলশ্রুতিতে দেখা যায় যে, ইস্যুয়ার জুন ৩০, ২০০৯ ইং তারিখে সমাপ্ত বৎসরের আর্থিক বিবরণী IAS অনুযায়ী প্রস্তুত করতে ব্যর্থ হয়েছে বিধায় উক্ত আর্থিক বিবরণীতে ইস্যুয়ারের বাস্তব অবস্থা সঠিক ও স্বচ্ছ ভাবে প্রতিফলিত হয়নি তথা উক্তরূপ কর্মকান্ডের মাধ্যমে ইস্যুয়ার আলোচ্য Rules এর সংশ্লিষ্ট বিধান লংঘন করেছে, যা আলোচ্য Ordinance এর section 18 এর সুস্পষ্ট লংঘন;

যেহেতু, ইস্যুয়ারের উপরোক্ত ব্যর্থতার জন্য কমিশন কর্তৃক পত্র সূত্র নং- SEC/Enforcement/726/2008/511 তারিখ জুন ০৮, ২০১০ ইং এর মাধ্যমে ইস্যুয়ার ও উহার পরিচালকগণকে Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর section 22 এর অধীন কারণ দর্শানো ও শুনানীর নোটিশ জারি করা হয় এবং জুন ২৪, ২০১০ ইং তারিখে উক্ত শুনানী অনুষ্ঠিত হয়;

যেহেতু, উক্ত শুনানীতে দাখিলকৃত ইস্যুয়ারের পত্র নং নাই তারিখ জুন ২৪, ২০১০ ইং এর মাধ্যমে উল্লিখিত ব্যর্থতা তথা বিধান লংঘন সংক্রান্ত যে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় তাতে ইস্যুয়ারের উক্ত লংঘন ইচ্ছাকৃত বলে প্রতীয়মান হয় তথা ইস্যুয়ারের উক্ত ব্যাখ্যা সন্তোষজনক না হওয়ায় কমিশনের নিকট গ্রহনযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি;

যেহেতু, আলোচ্য ইস্যুয়ার একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী এবং উহার পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যগণ কোম্পানীর প্রতিনিধিত্বকারী যারা সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ও উহার অধীন জারীকৃত বিধি-বিধান পরিপালনের জন্য দায়ী;

যেহেতু, সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ও উহার বিধি-বিধান পরিপালনে উক্ত ইস্যুয়ার এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ সকল পরিচালকের উক্তরূপ ব্যর্থতা Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর section 22 এর অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ; এবং

যেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ও উহার বিধি-বিধান পরিপালনে উল্লিখিত ব্যর্থতার জন্য, পুঁজিবাজারের শৃংখলা, স্বচ্ছতা এবং জনস্বার্থে উক্ত ইস্যুয়ারের ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ সকল পরিচালককে জরিমানা করা প্রয়োজন ও সমীচীন;

অতএব, সেহেতু, কমিশন, উল্লিখিত যাবতীয় বিষয় বিবেচনাপূর্বক, Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর section 22 [যা The Securities and Exchange (Amendment) Act, 2000 দ্বারা সংশোধিত] তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে:-

১. আনোয়ার গ্যালভানাইজিং লিমিটেড এর পরিচালক জনাবা কুরাতুল আইন অলী এর উপর ০১ (এক) লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য্য করল যা অত্র আদেশের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে 'সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন' এর অনুকূলে ইস্যুকৃত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে কমিশনে জমা করতে হবে; এবং

২. এ আদেশ জারীর তারিখ হতে উপরে উল্লিখিত সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ও উহার বিধি-বিধান লংঘন যতদিন চলবে তার প্রতি দিনের জন্য উক্ত ইস্যুয়ারের পরিচালক জনাবা কুরাতুল আইন অলী এর উপর দশ হাজার (১০,০০০/-) টাকা অতিরিক্ত জরিমানাও ধার্য্য করল যা উপরে (১) এ উল্লিখিত পদ্ধতিতে কমিশনে জমা করতে হবে।

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশক্রমে-

মোঃ জিয়াউল হক খোন্দকার
চেয়ারম্যান

weZibt

জনাবা কুরাতুল আইন অলী, পরিচালক , আনোয়ার গ্যালভানাইজিং লিমিটেড

যেহেতু, উপরোক্ত বিষয়সমূহের উপর ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত পত্র নং SEC/CFD/3:19/99/571 তারিখ নভেম্বর ০৪, ২০০৯ ইং এর জবাবে ইস্যুয়ার কর্তৃক প্রদত্ত পত্র নং নাই তারিখ নভেম্বর ১২, ২০০৯ ইং ইং এর মাধ্যমে যে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় তা কমিশনের নিকট গ্রহনযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি;

যেহেতু, উপরোক্ত বিষয়সমূহের ফলশ্রুতিতে দেখা যায় যে, ইস্যুয়ার জুন ৩০, ২০০৯ ইং তারিখে সমাপ্ত বৎসরের আর্থিক বিবরণী IAS অনুযায়ী প্রস্তুত করতে ব্যর্থ হয়েছে বিধায় উক্ত আর্থিক বিবরণীতে ইস্যুয়ারের বাস্তব অবস্থা সঠিক ও স্বচ্ছ ভাবে প্রতিফলিত হয়নি তথা উক্তরূপ কর্মকান্ডের মাধ্যমে ইস্যুয়ার আলোচ্য Rules এর সংশ্লিষ্ট বিধান লংঘন করেছে, যা আলোচ্য Ordinance এর section 18 এর সুস্পষ্ট লংঘন;

যেহেতু, ইস্যুয়ারের উপরোক্ত ব্যর্থতার জন্য কমিশন কর্তৃক পত্র সূত্র নং- SEC/Enforcement/726/2008/511 তারিখ জুন ০৮, ২০১০ ইং এর মাধ্যমে ইস্যুয়ার ও উহার পরিচালকগণকে Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর section 22 এর অধীন কারণ দর্শানো ও শুনানীর নোটিশ জারি করা হয় এবং জুন ২৪, ২০১০ ইং তারিখে উক্ত শুনানী অনুষ্ঠিত হয়;

যেহেতু, উক্ত শুনানীতে দাখিলকৃত ইস্যুয়ারের পত্র নং নাই তারিখ জুন ২৪, ২০১০ ইং এর মাধ্যমে উল্লিখিত ব্যর্থতা তথা বিধান লংঘন সংক্রান্ত যে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় তাতে ইস্যুয়ারের উক্ত লংঘন ইচ্ছাকৃত বলে প্রতীয়মান হয় তথা ইস্যুয়ারের উক্ত ব্যাখ্যা সন্তোষজনক না হওয়ায় কমিশনের নিকট গ্রহনযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি;

যেহেতু, আলোচ্য ইস্যুয়ার একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী এবং উহার পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যগণ কোম্পানীর প্রতিনিধিত্বকারী যারা সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ও উহার অধীন জারীকৃত বিধি-বিধান পরিপালনের জন্য দায়ী;

যেহেতু, সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ও উহার বিধি-বিধান পরিপালনে উক্ত ইস্যুয়ার এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ সকল পরিচালকের উক্তরূপ ব্যর্থতা Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর section 22 এর অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ; এবং

যেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ও উহার বিধি-বিধান পরিপালনে উল্লিখিত ব্যর্থতার জন্য, পুঁজিবাজারের শৃংখলা, স্বচ্ছতা এবং জনস্বার্থে উক্ত ইস্যুয়ারের ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ সকল পরিচালককে জরিমানা করা প্রয়োজন ও সমীচীন;

অতএব, সেহেতু, কমিশন, উল্লিখিত যাবতীয় বিষয় বিবেচনাপূর্বক, Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর section 22 [যা The Securities and Exchange (Amendment) Act, 2000 দ্বারা সংশোধিত] তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলেঃ-

১. আনোয়ার গ্যালভানাইজিং লিমিটেড এর পরিচালক জনাব তারেক হোসেন এর উপর ০১ (এক) লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য্য করল যা অত্র আদেশের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ‘সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন’ এর অনুকূলে ইস্যুকৃত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে কমিশনে জমা করতে হবে; এবং

২. এ আদেশ জারীর তারিখ হতে উপরে উল্লিখিত সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ও উহার বিধি-বিধান লংঘন যতদিন চলবে তার প্রতি দিনের জন্য উক্ত ইস্যুয়ারের পরিচালক জনাব তারেক হোসেন এর উপর দশ হাজার (১০,০০০/-) টাকা অতিরিক্ত জরিমানাও ধার্য্য করল যা উপরে (১) এ উল্লিখিত পদ্ধতিতে কমিশনে জমা করতে হবে।

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশক্রমে-

মোঃ জিয়াউল হক খোন্দকার
চেয়ারম্যান

weZibt

Rbve Zv‡iK †nv‡mb, cwiPvjK , Av‡bvqvi M¨vj fvbvBwRs wjwg‡UW